কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৭

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৭"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার

১) তাদের আগে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের রসুলকে, তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের দাসকে এবং বলেছিল, এ এক তিরস্কৃত ধমক খাওয়া পাগল।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ৯

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

এদের পূর্বে নূহ(আঃ) এর জাতিও মিথ্যারোপ করেছিল-তারা আমার বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং বলেছিলঃ এ তো এক পাগল। আর তাকে ধমকিয়ে ছিল।

২) তখন সে তার প্রভুর কাছে দোয়া করে বলেছিল, আমি পরাস্ত হয়েছি, আমাকে সাহায্য করো।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১০

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

তখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলঃ আমি তো পরাজিত, অতএব, তুমি আমাকে সাহায্য কর।

৩) ফলে আমি প্রবল বর্ষণের জন্যে খুলে দিয়েছিলাম আসমানের দুয়ার।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১১

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ

তখন আমি আকাশের দুয়ার প্রবল বৃষ্টিসহ উন্মুক্ত করে দেই।

৪) এবং জমিন থেকে উতসারিত করে দিয়েছিলাম বিপুল প্রস্রবন।তারপর সব পানি মিলে গেলো এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ ১২

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

এবং ভূমি হতে উতসারিত করলাম ঝর্ণাধারা ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।

৫)তখন আমরা নূহকে আরোহণ করিয়েছিলাম পাত ও পেরেক দিয়ে তৈরী করা নৌযান।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১৩

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

তখন নূহ (আঃ) কে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে,

৬)সেটি চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে, যারা কুফরী করেছিল তাদের প্রতিফল দেয়ার জন্যে।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১৪

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

যা আমার চোখের সামনে চললো, এটা তার পরিবর্তে যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

৭) আমি সেটাকে রেখে দিয়েছি একটি নিদর্শন হিসাবে। উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ ১৫

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

রেখে দিয়েছি আমি এটাকে নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

৮) একবার ভেবে দেখো, কী যে কঠোর ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী।

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১৬

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

সুতরাং (বলঃ) কেমন ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী!

৯) আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়াছি, অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

সুরা আল কামার ৫৪, আয়াতঃ১৭

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাক্কাহ,

১০) এর আগে নূহের সময় পানি যখন উথলে উঠেছিল আমি তোমাদের তুলে নিয়েছিলাম নৌযানে।

সুরা আল হাক্কাহ ৬৯, আয়াতঃ১১

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

যখন পানি উথলিয়ে উঠেছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম জাহাজে।

১১)এসব ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্যে বানিয়েছি শিক্ষার বিষয়। আর যে সব কান এগুলো শুনে তারা যেন এগুলো সংরক্ষণ করে।

সুরা আল হাক্কাহ ৬৯, আয়াতঃ১২

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

আমি এটা করেছিলাম তোমাদের উপদেশের এবং শ্রবণকারী কর্ণ যেন এটা স্মরণ রাখে।

আল্লাহ বলেছেন "আমি সেটাকে রেখে দিয়েছি একটা নিদর্শন হিসাবে, উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?" আল্লাহ আরোও বলেছেন "এসব ঘটনা আমি তোমাদের জন্যে বানিয়েছি শিক্ষার বিষয়।"সুরা আল কামারে আল্লাহ একই কথা ৪ বার বলেছেন।"আমি কোরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? "

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর উপদেশ সহীহ হাদীসে রসুলের উপদেশ গ্রহণ করি এবং সে মোতাবেক ঈমান ,আমল, আখলাক সহীহ করে নেই , সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে। আসুন তার আগেই আমরা সতর্ক হয়ে

যাই এবং দ্বীনের সাথে নিজেদেরকে পরিচালিত করি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....